দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29/3/83 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 7 ...

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে

গতবারের এস, এস. সি পরীক্ষায় ঢাকা গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল ও মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ফলাফলকে কেন্দ্র করিয়া ইত্তেফাকে বেশকিছু লেখালেখি হইয়াছিল। এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রথমতঃ পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে। বাংলাদেশের কোন স্কুলের ছাত্রদের রোল নম্বরে এমনকিছু লেখা থাকে না যাতে করিয়া তাদেরকে চিহ্নিত করা যায়। অথচ ক্যাডেট কলেজের ছাত্রদের রোল নম্বরের পূর্বে 'ক্যাডেট' কথাটি উল্লেখ থাকে। যার ফলে স্বভাবতঃই পরীক্ষকের মনের উপর পূর্বাহ্নেই প্রভাব বিস্তার হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা একই স্কুলের একই পরিবেশের মধ্যে পরীক্ষা দেয় এবং তাদের স্কুলে একই স্কুলের ইনভিজিলেটর নিয়োগ করা হয়। অন্য কোন স্কুলে এরূপ হয় না। অথচ ক্যাডেট কলেজে অন্যকোন স্কুলের ছাত্রদের সীট পড়িলে এমন কি অসুবিধা হয় তা আমাদের বোধগম্য নয়। আর যদি কোন 'বিশেষ' কারণে তাদেরকে একই স্কুলে বসিয়া পরীক্ষা দিতে হয় তা হইলে সেখানে অন্যকোন স্কুলের ইনভিজিলেটর নিয়োগ করায় আপত্তি কোথায়, তাহা বোধগম্য নহে।

তৃতীয়তঃ জানা যায় যে, গতবার গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের সাতটি পেপার মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে প্রেরণ করা হয়। একই স্কুলে সাতটি পেপার প্রেরণ করা কি বাঞ্ছনীয়? তাই আশা করি, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টিকে পর্যালোচনা করিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

চতুর্থতঃ প্রতিটি বিষয়ের একজন প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং তাহাকে সহায়তা করার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে দুই-একজন অতিরিক্ত প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। তাদের পক্ষে ৮০ হাজারের অধিক ছাত্রের শতকরা কতজনের খাতা ভালোভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব তা আমার জানা নাই। ধরিয়া নিলাম শতকরা দশ বা বিশজনের খাতা প্রধান পরীক্ষক দেখিবেন। এখানে প্রধান পরীক্ষক বা অতিরিক্ত প্রধান পরীক্ষকের সংখ্যা বাড়াইলে ভালো হয়। তাতে করিয়া তাঁদের উপর কাজের চাপ কিছুটা কম হয় এবং তাঁরা বিষয়গুলির খুঁটিনাটির দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে পারেন। পঞ্চমতঃ বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী যারা প্রথম বিশজনের মধ্যে নম্বর পাইয়াছে তাদের খাতা ভালোভাবে পুনঃ পরীক্ষা করানোর নিয়ম আছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা করানো হয় কি? যদি না হয়, তা হইলে এর জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

ষষ্ঠতঃ প্রথম বিশজন ছাত্রের প্রতি আর একটি কারণে অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা হইতেছে এদের মধ্যে কেহ যদি কোন বিষয়ে শতকরা ৬০ ভাগের কম নম্বর পাইয়া থাকে তা হইলে তা স্বাভাবিক নিয়মেই প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক পুনঃ পরীক্ষিত হয় না। এখানে ছাত্র বা ছাত্রীটিকে পরীক্ষকের মানদণ্ডের উপর নির্ভর করিতে হয়। এ বিষয়ে যদি তেমন কোন নিয়ম না থাকে তাহইলে বোর্ড কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি।

যেহেতু খাতা পুনঃ পরীক্ষার কোন নিয়ম নাই সেহেতু উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে যদি বোর্ড কর্তৃপক্ষ একটু চিন্তা-ভাবনা করিয়া কিছু কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হইলে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সামগ্রিকভাবে উপকৃত হইবেন।

—জালালুর রহমান, ১৭১/৩, দক্ষিণ পাইকপাড়া, মীরপুর, ঢাকা।

073